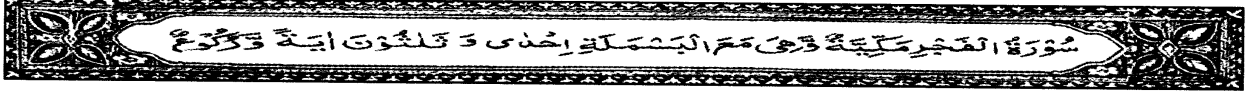


সূরা আল্ ফাজ্‌র-৮৯ (হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলোর মধ্যে অতি প্রাথমিক পর্যায়ে। ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর দিক থেকে এটা নবুওয়তের চতুর্থ বৎসরে অবতীর্ণ হয়েছে বলে মনে হয়। নলডিকি সূরা আল্ গাশিয়ার পরে পরেই এ সূরাকে স্থান দিয়েছেন। সূরাটিতে একাধিক তাৎপর্যবহু ভবিষ্যদ্বাণী আছে। ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রাথমিকভাবে রসূলে পাক (সাঃ) এর প্রতি প্রযোজ্য এবং দ্বিতীয় অর্থে প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুন্দর উপমার মাধ্যমে মহানবী (সাঃ) এর মক্কী জীবনের শেষ দশটি দুঃখ-কষ্টের বৎসর এবং অবশেষে সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত সাহাবী আবুবকর (রাঃ)কে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় গমন এবং সেখানে চিন্তা-ভাবনায় ও দুঃখ-দুর্দশায় একটি বৎসর যাপন-এ এগারটি বৎসরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অন্য অর্থে, সূরাটিতে রয়েছে ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীব্যাপী উন্নতির পরে দশ শতাব্দীর ক্রমাবনতির শেষে প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) এর আবির্ভাব এবং সেই সময়ে ইসলামের অগ্রযাত্রার উত্থান-পতনের উপমাসূচক সংক্ষিপ্ত বিবৃতি। তার পর সূরাটিতে রয়েছে ‘ফেরাউনের’ নামোল্লেখ। এ নামটি সত্যের শত্রুতাকারীর প্রতীকী নাম। সূরাটি আরো বলে, সত্যের বিরুদ্ধে যে শত্রুতা, তা ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তি একশ্রেণীর লোকের হাতে একত্রিত হলেই প্রকাশ পায়। ধনে ও শক্তিতে মত্ত হয়ে তারা কর্তৃত্বের অপব্যবহার করে ক্রম-অবনতি ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সূরাটি এ বলে সমাপ্তি টেনেছে, মাত্র কিছু সংখ্যক ভাগ্যবান লোকই আল্লাহর বাণীকে গ্রহণ করে থাকে এবং ধর্মপরায়ণতার পথে জীবন পরিচালিত করে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভে সমর্থ হয়। ফলে তারা পতনের বা ভ্রান্তির ভয় থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তারা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তদের শামিল হয়ে যায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করে।



সূরা আল ফাজর-৮৯

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৩১ আয়াত এবং ১ রুকু

১। আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। কসম প্রভাতের^{৩৩২}

وَالْفَجْرِ ②

৩। এবং দশ রাতের^{৩৩৩}

وَلَيَالٍ عَشْرٍ ③

৪। এবং জোড় ও বেজোড়ের^{৩৩৪}।

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ④

৫। আর সেই রাতের (কসম) যখন তা (অবসান) হওয়ার পথে চলে^{৩৩৫}।

وَالْأَيْلِ إِذَا يَاسِرٍ ⑤

দেখুন : ক. ১ঃ১।

৩৩৩২। ‘প্রভাত’ দ্বারা মহানবী (সাঃ) এর মক্কা ছেড়ে মদীনায যাওয়াকে বুঝাতে পারে। কেননা এ হিজরতের মাধ্যমে তাঁর (সাঃ) মক্কী জীবনের অত্যাচার-নির্যাতনের ঘোর অমানিশার অবসানে ভোরের উদয় হলো। ‘প্রভাত’ দ্বারা প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) কেও বুঝাতে পারে—ইসলামের কয়েক শতাব্দী-ব্যাপী গ্লানি ও অধঃপতনের অন্ধকার যুগ শেষে মুসলমানদের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশার বাণী নিয়ে যার আগমনের কথা।

৩৩৩৩। ‘দশ রাত’ বলতে হিজরতের পূর্ববর্তী দুঃসহ যন্ত্রণার ও নির্যাতন ভোগের যে দশটি বৎসর মুসলমানেরা মক্কায অতিবাহিত করেছিলেন, সেই দশটি বছরকে বুঝাতে পারে। অথবা প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) এর আগমনের পূর্ববর্তী দশটি শতাব্দীকেও বুঝাতে পারে যখন মুসলমানেরা ক্রমাবনতি ও অধঃপতনের দিকে ধাবিত হয়েছিল। আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক পতন-মুখী এ দশটি শতাব্দীর শেষে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের আশার আলো নিয়ে ভোরের উদয় হবে। কুরআন করীমের ৩২ঃ৬ আয়াতে প্রচ্ছন্নভাবে এ ‘দশ রাত’ বা ‘দশটি অবনতিশীল শতাব্দী’র প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। ইসলামের অতুজ্জ্বল গৌরবময় প্রথম তিনশ’ বৎসরের পরে এ দশ শতাব্দীতে (এক হাজার বৎসর) ক্রম-অবনতিকাল এসেছিল। ইসলামের প্রথম তিনটি শতাব্দীকে স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) ইসলামের উৎকৃষ্ট তিন শতাব্দী বলেছেন (বুখারী, কিতাবুর রিকাক)। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে যখন স্পেনের উমাইয়া খলীফা বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফার বিরুদ্ধে খৃষ্টান ‘পোপ’ এর সঙ্গে সন্ধি আঁটলেন এবং অপরদিকে বাগদাদের খলীফা উমাইয়া খলীফার বিরুদ্ধে রোম-সম্রাটের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন তখন থেকেই ইসলামের পতন কাল রাততুল্য ‘দশটি শতাব্দী’ শুরু হয়ে যায়।

৩৩৩৪। ‘জোড় ও বেজোড়ের’ উপমা দ্বারা বুঝাতে পারে : ‘জোড় হলেন হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর চিরসঙ্গী হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং এ জোড়ের সাথে সম্পদে-বিপদে ও মহাদুর্যোগে যিনি অভিভাবক রূপে থাকতেন তিনি হলেন সেই বেজোড় এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্। এ ‘জোড়-বেজোড়’ সংখ্যার উল্লেখ ৯ঃ৪০ আয়াতেও রয়েছে। এ উপমার অন্য একটি তাৎপর্য হচ্ছে : নবী করীম (সাঃ) এবং তাঁর প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) দুজন মিলে জোড় এবং আল্লাহ্ বেজোড়। অথবা নবী করীম (সাঃ) ও প্রতিশ্রুত মসীহ দুজনে এক জোড় হওয়া সত্ত্বেও প্রতিশ্রুত মসীহ মুহাম্মদী সত্তায় সম্পূর্ণ আত্মবিলীন হওয়ার কারণে দুয়ে মিলে একক মুহাম্মদী সত্তাই রয়ে গেছেন এবং বেজোড় হয়ে গেছেন।

৩৩৩৫। ‘রাতটি’, ভোরের দিকে অগ্রসরমান রাতটি, হিজরীর প্রথম বৎসরটিকে বুঝাতে পারে। কেননা ঐ বৎসরটিও নবী করীম (সাঃ) এর জন্য রাতের মতই অন্ধকারময়, আশঙ্কাময় ও দুর্যোগপূর্ণ ছিল। মদীনায হিজরতের পরে মুসলমানদের জন্য যদিও ভোরের ক্ষীণ আভা দেখা দিল, কিন্তু সাথে কোন নিরাপত্তার আলো দেখা দিল না। আরো একটি দৃষ্টিভঙ্গির ও দুর্বিপাকের বছর তাদের মাথার উপর ঝুলেই রইলো, যে পর্যন্ত না কুরায়শ-বাহিনী বদর প্রান্তরে মুসলমানদের হাতে ভীষণভাবে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়েছিল। শত্রুপক্ষ স্বীয় নেতৃবৃন্দসহ এমনিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল যে ইসাইয়া নবীর ভবিষ্যদ্বাণী (২১ঃ১৬) অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়ে গেছে। ইসাইয়া নবীর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, “প্রভু আমাকে কহিলেন, এক বছরকাল মধ্যে কেররের সমস্ত প্রতাপ লুপ্ত হইবে, আর কেরবংশীয় বীরগণের মধ্যে অল্প ধনুর্ধর মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, কারণ সদা প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর এই কথা বলিয়াছেন” (যিশাইয়-২১ঃ১৬-১৭)।

৬। এতে কি বুদ্ধিমান লোকের জন্য কোন কসম (অর্থাৎ সাক্ষ্য) নেই?

هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ۝

৭। তুমি কি দেখনি, তোমার প্রভু-প্রতিপালক আদ জাতির সঙ্গে^{৩৩৬} কী (আচরণ) করেছেন?

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝

৮। (অর্থাৎ আদ জাতির শাখা) ইরাম জাতির সঙ্গে যারা বড় বড় অট্টালিকার অধিকারী ছিল,

إِرمَ ذَاتِ الْاِعمَادِ ۝

★ ৯। যেগুলোর মত (অট্টালিকা) সেসব দেশে কখনো নির্মাণ করা হয়নি।

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝

১০। *আর সামুদের সঙ্গে (কী আচরণ করেছেন তা দেখনি), যারা উপত্যকায় (বাড়িঘর বানাতে) পাথরের পাহাড় কাটতো?

وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ
بِالْوَادِ ۝

১১। আর বহু সেনাছাওনীর অধিকারী ফেরাউনের সঙ্গে (কী আচরণ করেছেন তা দেখনি),

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَارِ ۝

★ ১২। *যারা দেশে ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিল

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝

১৩। *এবং সেখানে অনেক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল?

فَاكْثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝

১৪। অবশেষে তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাদের ওপর আযাবের কষাঘাত^{৩৩৭} হানলেন।

فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝

১৫। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক (তাদের ধরার জন্য) ওঁৎ পেতেছিলেন।

إِنَّ رَبَّكَ لَبَاسِمٌ صَادٍ ۝

১৬। কিন্তু মানুষের অবস্থা হলো, তার প্রভু-প্রতিপালক যখন তাকে পরীক্ষা করার পর তাকে *সম্মান দান করেন এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করেন^{৩৩৮} তখন সে বলে, ‘আমার প্রভু-প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন।’

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ
فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝

দেখুন : ক. ৭ঃ৭৫; ২৬ঃ১৫০ খ. ২৮ঃ৫ গ. ২৮ঃ৫; ঘ. ১৭ঃ৮৪।

৩৩৩৬। ‘আদ’ জাতি একটি শক্তিশালী জাতি ছিল। তাদের সমসাময়িক জাতিগুলোর চেয়ে তারা পার্থিব উপায়-উপকরণ ও ধন-সম্পদের দিক দিয়ে অনেক উন্নত ছিল।

৩৩৩৭। ‘সাওত্’ অর্থ চাবুক, বেত্রাঘাত, প্রচণ্ডতা (লেইন)।

৩৩৩৮। আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে মান-সম্মান ও ধনদৌলত দিয়ে পরীক্ষা করেন, আবার অনেক সময় তার সৎকর্মের পুরস্কারস্বরূপ তাকে ঐগুলো দিয়ে থাকেন। তেমনিভাবে কষ্টে ফেলেও আল্লাহ্ মানুষের গুণাগুণের পরীক্ষা করেন। সদগুণের অধিকারীরা এতে পুরস্কৃত হন এবং অসৎ ব্যক্তির বরং আরো শাস্তি পাওয়ার যোগ্য বলে নিজেদেরকে প্রমাণ করে। কিন্তু মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তি এমনই যে যখন সে আরামে ও প্রাচুর্যে দিন কাটায় তখন সে ভাবতে থাকে এগুলো তার শ্রম ও প্রচেষ্টার ফল মাত্র, তার উন্নত বুদ্ধির ফলেই সে এগুলো লাভ করেছে (২৮ঃ৭৯)। কিন্তু দুর্ভাগ্য ও দুর্দিন যখন আসে তখন সে এগুলোর জন্য আল্লাহকে দায়ী করে।

১৭। কিন্তু (এর বিপরীতে) তিনি তাকে যখন পরীক্ষা করেন এবং তার ^{১৭}রিয়ক তার জন্য সংকীর্ণ করে দেন তখন সে বলে, ‘আমার প্রভু-প্রতিপালক আমাকে অপমানিত করেছেন।’

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۖ
فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٧﴾

১৮। ^{১৮}সাবধান! আসলে তোমরা এতীমকে সম্মান কর না

كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٨﴾

১৯। ^{১৯}এবং অভাবীকে খাবার দিতে পরস্পরকে উৎসাহ দাও না

وَلَا تَحْضُونَهُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ ﴿١٩﴾

২০। এবং (অপরের) ওয়ারিশীসম্পদ গোত্রাসে গিলে ফেল।

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿٢٠﴾

২১। ^{২১}আর তোমরা ধনসম্পদ খুব বেশি ভালবাস^{২১}।

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢١﴾

★ ২২। সাবধান! পৃথিবীকে আঘাতে আঘাতে যখন গুঁড়িয়ে দেয়া হবে

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢٢﴾

২৩। ^{২৩}এবং তোমার প্রভু-প্রতিপালক (এরূপ মর্যাদার সাথে) প্রকাশিত^{২৩} হবেন যে ফিরিশ্তারা সারিবদ্ধভাবে (দাঁড়িয়ে থাকবে)।

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٣﴾

২৪। আর সেদিন জাহান্নামকে (নিকটে) ^{২৪}আনা হবে। সেদিন মানুষ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইবে। কিন্তু ^{২৪}উপদেশ গ্রহণ (তখন) তার পক্ষে কিভাবে সম্ভব হবে?

وَجَائِيَاءَ يَوْمَئِذٍ يَجْهَتُمُ ۖ يَوْمَئِذٍ
يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ﴿٢٤﴾

২৫। সে বলবে, হায়! আমি যদি আমার (এ) জীবনের জন্য (কিছু) আগাম পাঠাতাম।

يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿٢٥﴾

২৬। অতএব সেদিন তাঁর আযাব দেয়ার ন্যায় কেউ আযাব দিতে পারবে না

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴿٢٦﴾

দেখুন : ক. ১৭ঃ৮৪ খ. ১০৭ঃ৩ গ. ৬৯ঃ৩৫ ঘ. ১০৪ঃ৩ ঙ. ২ঃ১১০; ৬ঃ১৫৯; ১৬ঃ৩৪ চ. ২৬ঃ৯২ ছ. ৭৯ঃ৩৬।

৩৩৩৯। ধন-সম্পদ জমাকারী মজুদদারদেরকে মজুদকরণের কুফল সম্বন্ধে অবহিত করে হুশিয়ার করা হয়েছে। অর্থের প্রতি অত্যধিক ভালবাসা মানুষের মনে অর্থ জমাবার এমন তীব্র বাসনা জাগিয়ে তুলে যে সে সৎকাজে বা পরোপকারে সেই জমানো অর্থ ব্যয় করতে চায় না। এমনকি অর্থলোভ তাকে আয়-উপার্জনের সঠিক পন্থা সম্বন্ধেও উদাসীন করে তার নৈতিক চরিত্রের অবনতি ও ধ্বংস ঘটায়। ব্যক্তির ও সমাজের নৈতিক সুস্থতা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ইসলাম সমভাবে গুরুত্ব আরোপ করে। সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্য কেবল তখনই সুরক্ষিত থাকতে পারে যখন প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী ও অর্থ-সম্পদ ক্রমাগত হাত-বদলাতে থাকে এবং অল্প কয়েকজনের হাতে কুক্ষিগত ও জমা না থেকে সকলের মধ্যে সঞ্চালিত হতে থাকে।

৩৩৪০। ‘তোমার প্রভু-প্রতিপালক (এরূপ মর্যাদার সাথে) প্রকাশিত হবেন যে ফিরিশ্তারা সারিবদ্ধভাবে (দাঁড়িয়ে থাকবে)’ কুরআনের একটি বাগ্‌ধারা যা আসন্ন বিধ্বংসী ঐশী শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত করে।

২৭। এবং তাঁর বাঁধনের মত কেউ বাঁধতে পারবে না^{৩৩১}।

وَلَا يُؤْتِقُ وَتَاكَّةَ أَحَدٍ^{৩৩১}

২৮। হে শান্তিপ্ৰাপ্ত আত্মা!

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ^{৩৩২}

২৯। তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে সন্তুষ্ট হয়ে এবং তাঁর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হয়ে^{৩৩২} ফিরে আস।

ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً^{৩৩২}

৩০। অতএব তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي^{৩৩৩}

৩১। এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।*

وَادْخُلِي جَنَّاتِي^{৩৩৩}

৩৩৪১। আল্লাহ্ শান্তি প্রদানে ধীরগতি। কিন্তু তাঁর শান্তিতে যে পড়ে সে একেবারে নিষ্পেষিত হয়ে যায় এবং সমূলে বিনষ্ট হয়।

৩৩৪২। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতম পর্যায় হচ্ছে, সে তার প্রভুর উপর পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট এবং তার প্রভুও তার উপর পূরাপূরি সন্তুষ্ট (৫৮ঃ২৩)। এ অবস্থা একটি বেহেশতী অবস্থা, যে অবস্থায় সে সকল মানবীয় দুর্বলতা ও দোষের উর্ধ্বে উঠে যায় এবং এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ওঠে। সে আল্লাহ্র সাথে একীভূত ও বিলীন হয়ে যায়, আল্লাহ্ ছাড়া সে বাঁচতেই পারে না। তার এ পরিবর্তন ইহলোকেই ঘটে থাকে। সে ইহলোকে বেহেশতের প্রবেশাধিকার লাভ করে।

★[২৮ থেকে ৩১ আয়াতে সেসব মু'মিনকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, যাদেরকে মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলা হবে, 'হে শান্তিপ্ৰাপ্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে সন্তুষ্ট হয়ে ও তাঁর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আস।' এর পরে 'ফাদখুলি ফী ইবাদী' বাক্যাংশ ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে, যদিও এর আগে নাফস বা আত্মা সম্বন্ধে 'মুতমাইন্বাহ' শব্দ আরবী ভাষার রীতি অনুযায়ী স্ত্রী লিঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আত্মার কোন লিঙ্গ নেই। আর এ কথাটাই 'ফাদখুলি ফী ইবাদী' বাক্যাংশে বলা হয়েছে-তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং সেই জান্নাতে প্রবেশ কর যা আমি আমার বিশিষ্ট বান্দাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]